সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনে আয় করার গাইডলাইন

নাজমুল হক

সার্চ ইঞ্জিন হচ্ছে এক ধরনের কমপিউটার প্রোগ্রাম বা ওয়েবসাইট, যা ইন্টারনেটে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন তথ্যকে তার নিজের ডাটাবেজে সংরক্ষণ করে রাখে এবং পরবর্তী সময়ে ব্যবহারকারীর চাহিদা অনুসারে ওয়েবসাইটে প্রদর্শন করে। সার্চ ইঞ্জিনগুলো এক ধরনের রোবট প্রোগ্রামের সাহায্যে সারাক্ষণ বিভিন্ন ওয়েবসাইটের তথ্য সংরক্ষণ করতে থাকে, যা ইন্ডেক্সিং (Indexing) নামে পরিচিত।

সহজ ভাষায় বলা যায়, সার্চ ইঞ্জিন হচ্ছে এমন কিছু ওয়েবসাইট, যেখানে আমরা ইন্টারনেট থেকে কোনো তথ্য খোঁজার জন্য সার্চ করি। যেমন– গুগল (www.google.com), ইয়াহু (www.yahoo.com), বিং (www.bing.com), এওএল (www.aol.com), আস্ক (Ask www.ask.com)– এই সার্চ ইঞ্জিনগুলো হলো ইন্টারন্যাশনাল সার্চ ইঞ্জিন। আবার অনেক দেশেরও নিজেদের সার্চ ইঞ্জিন রয়েছে, যেমন– চীনের বিখ্যাত সার্চ ইঞ্জিন বাইডু (www.baidu.com) ও বাংলাদেশের সার্চ ইঞ্জিন পিপীলিকা (www.pipilika.com)।

সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন

সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন (এসইও) হচ্ছে এমন এক ধরনের পদ্ধতি, যার মাধ্যমে একটি ওয়েবসাইটকে সার্চ ইঞ্জিনের কাছে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা, যাতে একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের সার্চ রেজাল্টে ওয়েবসাইট অন্য সাইটকে পেছনে ফেলে সবার আগে প্রদর্শিত হতে পারে। এই ধরনের সার্চ রেজাল্টকে Organic বা Natural সার্চ রেজাল্ট বলা হয়। সার্চ রেজাল্টের প্রথম পৃষ্ঠায় দশটি ওয়েবসাইটের মধ্যে নিজের ওয়েবসাইটকে নিয়ে আসাই সবার লক্ষ্য থাকে। এর কারণ হিসেবে দেখা যায়, ব্যবহারকারীরা সাধারণত শীর্ষ দশের মধ্যে তার কাঙ্ক্ষিত ওয়েবসাইটকে না পেলে দ্বিতীয় পাতায় না গিয়ে অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করে আবার সার্চ করেন। শীর্ষ দশে থাকার মানে হচ্ছে ওয়েবসাইটে বেশিসংখ্যক ভিজিটর পাওয়া আর বেশিসংখ্যক ভিজিটর মানে হচ্ছে বেশি আয় করা। এজন্য সবাই মরিয়া হয়ে নিজের ওয়েবসাইটকে সার্চ ইঞ্জিনের জন্য উপযুক্ত করে তোলেন।

সহজ ভাষায় সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন এমন একটি প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে আপনার ব্যক্তিগত ওয়েবসাইট বা আপনার ক্লায়েন্টের ওয়েবসাইট, কোনো কোম্পানির সাইট কিংবা ব্লগ সাইটকে গুগল সার্চ ইঞ্জিনে নির্দিষ্টভাবে প্রথম পাতায় জায়গা দখল করানো যায়।

সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন কীভাবে শিখবেন এবং কী কী শিখতে হবে : সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনের সাথে অনেক বিষয় জড়িত। এসইওতে আপনাকে নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে খুব ভালো ধারণা থাকতে হবে।

কিওয়ার্ড রিসার্চ এবং কমপিটিটর অ্যানালাইসিস : কিওয়ার্ড রিসার্চ এসইওতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি কোন কিওয়ার্ডের জন্য ওয়েবসাইট গুগলসহ অন্যান্য সার্চ ইঞ্জিনের র‌্যাঙ্ক করাতে চান তা প্রথমেই নির্ধারণ করত হবে। প্রথমেই সাইটের জন্য এক বা একাধিক নির্দিষ্ট কিওয়ার্ড বা শব্দগুচ্ছ বাছাই করতে হয়। কিওয়ার্ড বাছাই করার আগে সময় নিয়ে গবেষণা করা প্রয়োজন। এমন একটি কিওয়ার্ড বাছাই করতে হয়, যাতে এর প্রতিদ্বন্দ্বী কম থাকে। ধরা যাক, অনলাইনে গেম খেলার একটি সাইটের জন্য যদি 'Play Online Game' কিওয়ার্ড বাছাই করা হয়, তাহলে এই শব্দ দিয়ে গুগলে সার্চ করলে ১.৬ কোটি সাইটের ফলাফল হাজির হবে। তাদের মধ্যে হাজারো জনপ্রিয় সাইট পাওয়া যাবে, যেগুলোকে অতিক্রম করে প্রথম পাতায় আসাটা প্রায় অসম্ভব হয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে কিওয়ার্ডের সাথে আরও কয়েকটি শব্দ যদি যোগ করা যায়, তাহলে দেখা যাবে প্রতিদ্বন্দ্বী ওয়েবসাইটের সংখ্যা কমে আসবে। কিওয়ার্ড নিয়ে গবেষণার জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় টুলগুলো হলো :

https://adwords.google.com/KeywordPlanner
http://www.longtailpro.com/
http://www.marketsamurai.com/
https://www.semrush.com/

কিওয়ার্ড রিসার্চ কীভাবে করতে হবে তা জানতে নিচের লিঙ্কগুলো ভিজিট করুন :

http://backlinko.com/keyword-research
https://moz.com/beginners-guide-to-seo/keyword-research

অনপেজ এসইও : অনপেজ এসইও করতে হলে নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে ভালো ধারণা থাকতে হবে।

ওয়েবসাইট টাইটেল এবং মেটা : ০১. Site Title Tag, ০২. Meta keyword, ০৩. Meta description

ওয়েবসাইট নেভিগেশন, পারমালিংক, সাইটম্যাপ : ০৪. URL permalinks structure, ০৫. Navigation & Breadcrumb, ০৬. Sitemap

কনটেন্ট স্ট্রাকচার এবং এইচটিএমএল ট্যাগের ব্যবহার :

০৭. Heading tag <h1> / <h2>
০৮. Anchor text
০৯. Image Alt Tag
১০. Strong Tag
১১. Internal linking
১২. Content with multimedia
১৩. Social Sharing Buttons

আরও যেসব বিষয় অনপেজের সাথে জড়িত সেগুলো হলো : ১৪. Site Speed Using, ১৫. Robot.txt, ১৬. Google XML Site map, ১৭. w3c validation

আরও বিস্তারিত–

http://backlinko.com/on-page-seo
https://moz.com/learn/seo/on-page-factors
http://www.searchmetrics.com/glossary/on-page-optimization/

অফপেজ এসইও

আফপেজ এসইও অনেক বিশাল বিষয়। আপনাকে অনেক সময় নিয়ে এখানে কাজ করতে হবে। অফপেজ এসইওতে আপনাকে যে বিষয়গুলো নিয়ে কাজ করতে হবে সেগুলো হলো:

০১. সোশ্যাল নেটওয়ার্কিং সাইটস, ০২. ব্লগিং, ০৩. ফোরাম মার্কেটিং, ০৪. সার্চ ইঞ্জিন সাবমিশন, ০৫. ডিরেক্টরি সাবমিশন, ০৬. লোকাল লিস্টিং, ০৭. আর্টিকল সাবমিশন, ০৮. আনসার কোয়েশ্চন, ০৯. ওয়েব ২.০, ১০. ভিডিও মার্কেটিং, ১১. বিজনেস রিভিউজ, ১২. লিঙ্ক বিল্ডিং

আরও বিস্তারিত–

https://moz.com/ugc/21offpage-seo-strategies-to-build-your-online-reputation
http://neilpatel.com/2016/01/19/every-thing-you-need-to-know-about-off-page-seo/

সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন কেন শিখবেন?

এসইও শিখে আপনি যেকোনো ওয়েবসাইটকে র‌্যাঙ্ক করতে পারেন, আর র‌্যাঙ্ক করে গুগলের প্রথম পেজে ওয়েবসাইটকে আনতে পারলে আপনি অনেক ভিজিটর পাবেন এবং পাবেন অফুরন্ত আয়ের সুযোগ : ০১. এসইও শিখে বিভিন্ন মার্কেটপ্লেসে এসইওর প্রজেক্ট করতে পারবেন। ০২. নিজের ব্লগ করে অ্যাডসেন্স ব্যবহার করে আয় করতে পারবেন। ০৩. নিজের ব্লগ করে এফিলিয়েট প্রোগ্রাম ব্যবহার করে আয় করতে পারবেন। ০৪. বিভিন্ন কোম্পানির ইন্টারনেট মার্কেটিং কনসালট্যান্ট হিসেবে কাজ করতে পারবেন।

এসইও শেখার আরও রিসোর্স

https://moz.com/beginners-guide-to-seo
searchengineland.com/guide/what-is-seo
https://www.quicksprout.com/the-advanced-guide-to-seo/

পরবর্তী পর্বগুলোতে প্রতিটি বিষয়ের আরও বিস্তারিত আলোচনা করা হবে কজ

ফিডব্যাক : mentorsystms@gmail.com